পাঠক ফোরাম

অন্ধ হোক ধর্মান্ধ শকুন চোখ

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে রাষ্ট্রীয় শেল্টারে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অপতৎপরতা ভয়াবহ রকমভাবে বেড়ে গেছে। মানুষের কল্যাণ ও মুক্ত চিন্তার মানুষগুলোকে তালিকা করে হত্যা করার এক জঘন্য নীলনকশা আঁকা হয়েছে। এই তৎপরতার অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। এই তিন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হচ্ছেন- ড. হুমায়ুন আজাদ, মুনতাসির মামুন এবং এম এম আকাশ। এদিকে সিলেটের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানকে হত্যার হুকমি দেয়া হয়েছে। কামরান সরকারের কাছে সাধারণ মৃত্যুর গ্যারান্টি চেয়েছেন। আমরা এসব হুমকির নিন্দা জানাই। যেকোনো দেশের জন্য ধর্মান্ধ ও মৌলবাদীদের বাড়াবাড়ি মানুষের শুধু শান্তিই বিনষ্ট করে না- অগ্রগতিও থামিয়ে দেয়। আর ইতিমধ্যে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়ার পথে। ধর্মান্ধরা জানে শুধু ধ্বংস আর অকল্যাণ। কোনোকালেই তারা শুভ চিন্তাকে সমর্থন দেয়নি, চিন্তাজগতের মানুষ হয় তাদের টার্গেট। তাদের লক্ষ্য দেশকে মেধাশূন্য করা। তাই দেশ ও জাতির উন্নতি এবং কল্যাণের কথা যারা ভাবেন তাদের একটাই প্রার্থনা- 'অন্ধ হোক ধর্মান্ধ শকুন চোখ'।

রতন বসাক
সুরুজ, টাঙ্গাইল

রঙ্গ আর তামাশার পুলিশ

আমরা আর কতো তামাশা দেখবো! আর কতো হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা শুনবো। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুরু করে দিয়ে গেলেন 'আল্লাহর মাল আল্লায় নিছে।' বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারে প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা বীরদর্পে আগে-পিছে পুলিশ প্রহরায় পুরো রাজশাহী নগরীতে শো-ডাউন করলো। স্থানীয় পুলিশ বাংলা ভাইয়ের কোনো মন্দ কাজ খুঁজে পাচ্ছে না বরং তার কাজের তারা স্তুতি করছে। পুলিশ আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানি করছে আর প্রকৃত অপরাধী, সন্ত্রাসীদের থেকে ১০০০ হাত দূরে থাকছে। বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সরকারি ছাত্র সংগঠনগুলোর গোলাগুলিতে হতাহত হলেও পুলিশের কানে কোনো গুলির শব্দই পৌঁছায় না। কোনো বড় ধরনের হত্যাকান্ড হলে পুলিশের পক্ষ থেকে ফ্রেস (প্রেস) নোট দেয়া হয়- দলীয় কোন্দলের ফল। সরকারি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষ হলে পুলিশ সরকারি ছাত্র সংগঠনের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। আমরা সর্বশেষ (এই পর্যন্ত) পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম পাবনায় ডিবি পুলিশের ওসি আশরাফ শহীদ বুলবুল কলেজের শিবির নেতা প্রিন্স আল রশিদকে অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিয়েছেন ছেলেটা 'ইনোসেন্ট বলে।

রতন কুমার প্রসাদ
গ্রিন রোড, ঢাকা

ধর্মের নামে

সে দিন রাস্তায় দেয়ালে দেখলাম বড় বড় অক্ষরে লেখা টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার করা হারাম ও কুফরি- আল-বায়্যিনাত। এ লেখা পড়ে হাসবো না কাঁদবো কিছুই বুঝতে পারলাম না। আজকাল স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, যা দেখে বহু লোক ইসলাম সম্পর্কে জানছে ও বুঝতে শিখছে। টেলিভিশন অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম। এ মাধ্যমে ইসলামী টক শো বা আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রশ্নোত্তরের জবাব ইত্যাদি প্রচার হবার ফলে আজ বহু মানুষের মধ্যে নতুনভাবে ইসলামী জীবনযাত্রার ব্যাপারে আগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এ মহতি উদ্যোগকে হারাম ও কুফরি বলে ফতোয়া দিয়ে চলেছে আল-বায়্যিনাত। এরা আসলে অজ্ঞ, মূর্খ। তাদের অজ্ঞতা দিয়েই জনগণকে বশে রাখতে চায়।

এসএম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
nowsheer@dhaka_net.

ড্রাগ আসক্ত বাংলার তরুণরা

প্রতিদিন পত্রিকার পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে মাদকের বিষাক্ত ছোবলের কাহিনী। এটা কতটা সত্য ভাবতে ইতস্তত বোধ করতাম। আজ স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। প্রায়ই সিদ্দিকবাজার থেকে বাবুবাজার দিয়েই ইসলামপুর যাই কাপড় কিনতে। বাবুবাজারের পূর্বপাশে ব্রিজের গোড়ায় একজন দরবেশ গোছের লোক। লম্বা চুল, লম্বা দাঁড়ি, হাত-পায়ের নখ খরগোশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মনে হলো একযুগেও একবার পানি লাগেনি শরীরে। এই লোকটিকে ঘিরে কয়েকজন তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। একেকজন করে সামান্য টাকার বিনিময়ে একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে ইনজেকশন নিচ্ছে। সময় আনুমানিক ৫.১৫ মিনিট। ঘটনাটি জানতে চাইলে এক ভদ্রলোক বললেন, ওরা ড্রাগ আসক্ত। এসব এলাকায় ওরা প্রকাশ্যে ড্রাগ নেয়। এ ব্যাপারে পুলিশের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেশার টাকার জন্য তারা পকেট মারে, ছিনতাই থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের অপরাধ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। যদিও নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইন

তদন্ত রিপোর্টগুলো কোথায় যায়?

প্রায় প্রতিদিনই খুন, হত্যা, রাহাজানি, বোমা হামলা, অপহরণ ইত্যাদি অমানবিক ঘটনা ঘটেই চলছে। বড় ধরনের ঘটনা ঘটলে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু এসব কমিটি কি তদন্ত করে, কি তথ্য উদ্ধার করে- এসবের কিছুই আর জানা যায় না। প্রায় ৩ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলো, কিন্তু রমনা বটমূলের বোমা হামলার রহস্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। এ পর্যন্ত যতগুলো বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে যেমন- ময়মনসিংহের কয়েকটি সিনেমা হলে একই দিনে হামলা, ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা এবং সর্বশেষ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলা- সবগুলোর জন্যই একটা করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোনো ঘটনারই কোনো রহস্য তারা উদঘাটন করতে পারেনি এবং আমরা দেশবাসী কোনো দিন জানতেও পারলাম না তাদের রিপোর্টে কি বলা হয়েছে।

সালমান রাজ
ধানসিঁড়ি আ/এ, চান্দিনা, কুমিল্লা

আগাচৌ তত্ত্ব

তিনি থাকেন লন্ডনে। লেখেন বাংলাদেশ নিয়ে। না জেনে, না বুঝে। আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথা বলছি। গত ৭ জুলাই তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে একটি কলাম লিখেছেন। সেখানে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০, যায়যায়দিন, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রচন্ড সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা গাফফার চৌধুরী করতেই পারেন। ইংরেজদের পয়সায় বাঙালির সমালোচনা করাটা তার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই এটা নিয়ে আমার কোনো ক্ষোভ বা কষ্ট নেই। কিন্তু প্রশ্ন আছে। জনাব আগাচৌ, কোনো কিছু সমালোচনা করতে হলে তো জেনে বা বুঝে করতে হয়। না জেনে, না পড়ে, না বুঝে সমালোচনা করাটা কী সুস্থতার লক্ষণ?

সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'লালু সালু ফালু দিয়ে দেশ চলে না' প্রচ্ছদ কাহিনীর প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন লালু হলো ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু। এই তথ্য নাকি তাকে টেলিফোনে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা মোনায়েম সরকার। সাপ্তাহিক ২০০০ লালু বলতে শাহাবুদ্দিন লাল্টুকে বুঝিয়েছে। এটা স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে। তারপরও মোনায়েম সরকার কেন গাফফার চৌধুরীকে ভুল তথ্য দিলেন? আর একজন একটি ভুল তথ্য দিলেই কি কোনো সাংবাদিক কলামিস্ট সেটার সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে লিখে দিতে পারেন? এটা কী সাংবাদিকতার এথিক্সের মধ্যে পড়ে? আগাচৌ কী জবাব দেবেন?

আমি জানি তিনি জবাব দেবেন না। কারণ তার কাছে কোনো জবাব নেই। সাপ্তাহিক ২০০০ দেখি নাই, পাই নাই-এ জাতীয় কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। লন্ডনে গাফফার চৌধুরী যেসব এলাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করেন সেখানকার অনেক দোকানেই সাপ্তাহিক ২০০০, যায়যায়দিন পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে কোনো স্থানে থেকে ঘরে বসেও পড়া যায় এসব পত্রিকা। গাফফার চৌধুরী তার লেখায় দশ ব্যক্তির রেফারেন্স দিলে দেখা যায় এর মধ্যে আটজন মৃত। জীবিত দু'জন তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। এই হলো আগাচৌ। তার থেকে আর কী-ই বা আমাদের আশা করার আছে!

শিরিন আজাদ, লন্ডন

আছে, তবে সেই আইন শুধু কাগজে-কলমে। বাস্তবে এ আইনের কোনো প্রয়োগ নেই। বিষাক্ত এই মরণ ছোবল থেকে দেশের তরুণ সমাজকে রক্ষার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোবারক, তেভাগিয়া, ঘনিয়ারচর, হোমনা, কুমিল্লা

কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন, রাজিয়া খান

সাম্প্রতিক সংখ্যায় 'শব্দের সীমানা' বিভাগে মহিলা ঔপন্যাসিক রাবেয়া খাতুনের সাক্ষাৎকার পড়ে খুব ভালো লাগলো। আমি রাবেয়া খাতুনের লেখা উপন্যাস প্রথম পড়ি, যার নাম- 'শালিমারবাগ রাজারবাগ'। এছাড়া 'বায়ান্নবাজার তেপান্ন গলি'সহ আরো কয়েকটি উপন্যাস। 'মধুমতি' বইটি পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। বইটি বাজারে পাওয়া যায় না। আমরা অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ, বাংলাদেশের অন্যান্য প্রবীণ লেখিকা-ঔপন্যাসিকদেরও এ ধরনের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হোক। আমার অন্য দু'জন প্রিয় লেখিকা ও ঔপন্যাসিক হচ্ছেন- দিলারা হাশেম ও রাজিয়া খান। দিলারা হাশেম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হলেও রাজিয়া খান দেশেই রয়েছেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় রাজিয়া খানের গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং আমরা পড়েছি। তার উপন্যাসের বেশির ভাগ আত্মজৈবনিক। সম্প্রতি ঢাকার প্রকাশনা সংস্থা মওলা ব্রাদার্স রাজিয় খানের 'উপন্যাসসমগ্র' প্রকাশ করেছে। পত্র-পত্রিকায় পড়লাম। আমি খুশি হয়েছি এতে। সুদূর মফস্বল শহরে থেকেও রাজিয়া খানের 'উপন্যাসসমগ্র' সংগ্রহের চেষ্টা করবো। বাংলাদেশে সাহিত্যবিষয়ক পত্র-পত্রিকার অভাব সাপ্তাহিক ২০০০ কিছুটা পূরণ করতে পারে।

সফিকুর রহমান, চুনতী, লোহাগড়া উপজেলা, দক্ষিণ চট্টগ্রাম

দৃষ্টি আকর্ষণ

হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাবে নগরবাসী উদ্বিগ্ন

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বছরের প্রথমে নগরবাসীকে হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর একটি আগাম 'সুসংবাদ' উপহার দিয়েছে। এতে নগরবাসী ভীত এবং আতঙ্কিত। নাগরিক সুবিধা না বাড়িয়ে নগরবাসীকে কিভাবে টেনশনে রাখা যায় সে ব্যবস্থা অচিরেই নগরভবন নিতে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে জানা যায়। মেয়র পদে নির্বাচনকালে সাদেক হোসেন খোকা হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যাপারে নীরব ছিলেন অথচ নগরবাসীকে খুশি রাখার জন্য বিগত সিটি করপোরেশনের বাজেটেও হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১৯৯৩ সালের পর নগরবাসীর হোল্ডিং ট্যাক্স আর বাড়ানো হয়নি। অথচ বর্তমান মেয়র সাহেব দুই বছরের মাথায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ক্ষেত্রে নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই হোল্ডিং ফি ও ট্রেড লাইসেন্স ফি ইত্যাদি বাড়ানো হয়েছে। এবার বিশেষ করে পুরনো বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্সের মাত্রা একটু বেশি বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণেও নগর ভবনের একশ্রেণীর অসাধু ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বাম হাতের কারসাজি নগরবাসীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। বাসাবাড়ির যত ট্যাক্স হওয়া উচিত, ভয়-ভীতির মাধ্যমে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি ট্যাক্স নির্ধারণের হাঁক তুলে নগরীর বাসাবাড়ির মালিকদের হয়রানি করা। এমতাবস্থায় বর্তমান সরকারের কাছে জনগণের বিশেষ করে নগরবাসীর আকুল আবেদন, নগরভবন থেকে দুর্নীতি অপচয়, জনবল ও ব্যয়ভার কমিয়ে আনুন। কোনো মতেই যেন নগরবাসীর স্বার্থে আগামী ৫ বছর হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি করা না হয় সেদিকে প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

মান্নান, ভুঁইয়া দলের কত নম্বরে আছেন?

সংবাদে প্রকাশ উপনির্বাচনে জোট প্রার্থী ফালুর প্রচারণা করার সময় বিএনপির এক অঙ্গসংগঠনের সভায় মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়া তার দলের অতীতের একজন সর্বোচ্চ নেতা (২য় সর্বোচ্চ) ডা. বদরুদ্দোজা সম্বন্ধে কিছু অসত্য ও কটুবাক্য বলে লজ্জাজনক, হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বি. চৌধুরী ছিলেন একজন 'অখ্যাত' ডাক্তার। জিয়া ও বিএনপি তাকে খ্যাতিমান করে তোলে।' আরও বলেছেন, 'আগামী নির্বাচন হবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগে। বি. চৌধুরীর অবস্থা হবে ছাগলের ৩ নম্বর বাচ্চার মতো।' অসত্য ও ভুয়া বিবৃতি বিশারদ মান্নান ভুঁইয়া স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি করতে করতে নিজ দলের ইতিহাসও ভুলতে ও বিকৃতি করতে শুরু করেছেন। তাই তো দেখা যায়, দলের একজন 'বরকন্দাজের' প্রচারণাতে এতোই মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, তার দলের প্রতিষ্ঠাতা 'মহাসচিব' সম্বন্ধে এ ধরনের 'সাকা মার্কা' বক্তব্য দিতে পেরেছেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই একজন মেধাবী ব্যক্তি ও এক রাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। যে সময় তিনি সরাসরি বিএনপির মহাসচিব পদ গ্রহণ করেন তখনই এ দেশে জে. জিয়ার চেয়ে অধিক পরিচিত একজন প্রখ্যাত ও সম্মানিত ডাক্তার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বিএনপিতে যোগ দিয়ে অখ্যাত থেকে 'খ্যাত' নয়, বরং তিনি অবক্ষয়িত হয়েছিলেন বলা হয়েছিল। ডা. বি. চৌধুরীর নীতি ও রাজনীতির সঙ্গে অনেকেই একমত নন। কিন্তু মান্নান ভুঁইয়ার বিকৃত বক্তব্য ও হাস্যপদ উক্তিও মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। মান্নান ভুঁইয়ার মনে না থাকলেও এ দেশের জনগণ নিশ্চয়ই জানে বি. চৌধুরী যখন বিএনপি সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করায় ব্যস্ত তখন মান্নান ভুঁইয়া এ দেশের আর এক 'নীতিবিহীন' ও রাজনৈতিক দলের চক্রান্তে পরাঙ্গম ক্ষুদ্র ইউপিপি দলের নেতারা চামচাগিরিতেই ব্যস্ত ছিলেন। বিএনপি প্রতিষ্ঠার বহু পরে ইউপিপি ছেড়ে তার পূর্বতন নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জিয়ার দল বিএনপিতে যোগ দেন একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে। নিশ্চয়ই এজন্য তখন তাকে ডা. চৌধুরীর কাছেও ধরনা দিতে হয়েছিল। তাছাড়া বি. চৌধুরীর মতামত ছাড়া মান্নান ভুঁইয়া খালেদা জিয়ার সঙ্গেও পরিচিত ও বর্তমান পদাধিকারী হতে পারেননি। 'ফালুর' মন জয় করে নিজের টলটলায়মান গদি রক্ষার্থে হয়তো ভুঁইয়া সাহেব কথিত উক্তিসমূহ করেছেন। বুঝতে কষ্ট হয়, মান্নান ভুঁইয়া নিজ দলেই কত নম্বর হিসেবে আছেন!!!

মোঃ মজহারুল ইসলাম মজুমদার
তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ **ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আলী যাকের যে মন্তব্য করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এ, সে ব্যাপারে কিছু অভিমত রাখতে চাই। বহুজনই আজকাল 'ইতিহাস' সম্পর্কিত আলোচনায় নিজের ব্যক্তিগত দেখা বা শোনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন বা নিজ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। সমস্যা যা দাঁড়ায় তাহলো, একই বিষয় নিয়ে একেকজন নিজস্ব অভিজ্ঞতার বা দেখাশোনার যে বিবৃতি দেন তা একজনের সঙ্গে অন্যের মেলে না। কখনো একই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী। যারা প্রত্যক্ষদর্শী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাদের কথা আলাদা। তবে যারা প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারেননি তারা কার কথা বিশ্বাস করবেন? বিশ্বাস করার মানদন্ডটি এখানে কী হবে? যদি সে মানদন্ডটি ঠিক করা না যায়, তাহলে পরের প্রজন্ম তো কেবল বিভ্রান্তিরই শিকার হবে। নতুন প্রজন্মের বিভ্রান্তি দূর করার উপায় কিংবা ইতিহাস বোঝার পদ্ধতি তাহলে কী হবে? বিশ্ব ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা সঠিক ইতিহাস লিখিত হয়নি। তুলনামূলক সঠিক ইতিহাসটি লেখা হয়েছে ঘটনাটি ঘটে যাবার কয়েকশ' বছর কিংবা কয়েক হাজার বছর পর। ইতিহাসকে বোঝবার জন্য তাহলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হবার দরকার নেই, নিশ্চয় ভিন্ন কোনো পদ্ধতি আছে। ইতিহাসের সেই পদ্ধতিটি বাংলাদেশে কারা মেনে চলছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস তো প্রতিদিন নতুন করে তৈরি হচ্ছে বৃহৎ দুটি দলের স্বার্থ দ্বারা কিংবা তাদের সহযোগীদের দ্বারা। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাই যা কিছু সম্পন্ন হয় তা হয় এক-দু'জন ব্যক্তির দ্বারা, জনগণের কোনো স্বীকৃতি সেখানে নেই। ইতিহাসে নিশ্চয়ই ব্যক্তির বিরাট ভূমিকা থাকে কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা নেতা দাঁড়াতে পারেন না। বাংলাদেশে ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে ব্যক্তিপূজা হয়ে যায়। নেতা যেন কোনো ভুল করেন না, ভুল করতে পারেন না। নেতাকে পূতপবিত্র করে হাজির করতে গিয়েই নেতার ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যাই। তাতে নেতার মূল্যায়নও হয় না, তার সঠিক সম্মানটিও রক্ষা করা হয় না। আর সে জন্যই ইতিহাস বিকৃতি ঘটে এবং নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয়। তবে দুশ্চিতার কিছু নেই, সময় ইতিহাসকে তার সঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

তামান্না ফেরদৌস, কাজীর দেওরী, চট্টগ্রাম